R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল।
১৪ই জুন, ১৯৯৫ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

ধুলিয়ানে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে না

রাজনৈতিক প্রতিবেদক, ধুলিয়ান ঃ আগামী ১৮ জুন স্থানীয় পুরসভা নির্বাচন হচ্ছে। দল, নির্দল, জোট সকলেই নির্বাচনী আসর মাতিয়ে প্রচারে নেমেছে। প্রার্থী চিত্র থেকে যেটুকু বোঝা যায় তাতে এখানে ফ্রন্টের সমঝোতায় আর, এস, পি নেই। নির্বাচন যুদ্ধ পক্ষদের মধ্যে সিপিএম-ফঃ ব্লক জোট, কংগ্রেস, বিজেপি ও আর, এস, পি। আর, এস, পি ঢাক-ঢাক না করেই সিপিএম ফঃ ব্লক জোটের বিরোধিতায় নেমেছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সিপিএমের অনাস্থার বলি প্রাক্তন চেয়ারম্যান তরুণ সেনকে আর, এস, পির চিহ্নে লড়ায়ে নামানো। ৭ নং ওয়ার্ডে ফ্রন্টের ফঃ ব্লক প্রার্থীর বিরুদ্ধে গড়ছেন তরুণ। তবে আর, এস, পি যত প্রচারই করুক স্বশক্তিতে ধুলিয়ান পুরবোর্ড দখল করা তাদের পক্ষে স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। প্রার্থী নির্বাচনে তাদের সে দুর্বলতা সহজেই বোঝা যায়। ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ওই দল প্রার্থী দিতে পেরেছে মাত্র ৯টিতে। সিপিএম ফঃ ব্লক জোট ২ দলের ২টি নির্দল সমর্থিত প্রার্থী নিয়ে ১৯টি ওয়ার্ডেই লড়ছে। কংগ্রেস দিয়েছে ১৮টি। বিজেপি ৮টিতে। ধুলিয়ানে সর্বত্র জোর রটনা—প্রয়োজনে সিপিএম জোটকে রুখতে কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে আর, এস, পি হাত মিলিয়ে নয়া বোর্ড গড়তেও রাজী। বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে এবং নির্বাচনী উত্তাপ দেখে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে আর, এস, পির পক্ষে ৯ জন প্রার্থী দিয়ে বড় জোর ৩টি আসন লাভ করা সম্ভব। সিপিএম জোট সেখানে কম করেও ৭/৮টি আসন পাবার আশা করতে পারে। কংগ্রেস ১৮টি প্রার্থী দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ৭/৮ আসন পাবার মত অবস্থায় রয়েছে বলে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে। অন্য দিকে বিজেপির সে রমরমা আর নেই। তাই মুসলীম প্রার্থী দিয়ে যতই ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করা হোক তারা ১টি আসন পেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কোন দলই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবে না। কংগ্রেসকেও বোর্ড করতে হলে সিপিএম জোট বিরুদ্ধ দলের সহায্য নিতেই হবে। সে ক্ষেত্রে আর, এস, পির রাজ্য নেতৃত্ব আগামী সাধারণ নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্থানীয় নেতৃত্বকে বাম জোট সমর্থনের হুইপ দিলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্নীতির অভিযোগে অঙ্গনওয়ারী নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১১ জুন স্থানীয় ১ নং ব্লকের আই, সি, ডি, এস বিভাগে অঙ্গনওয়ারী কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা হবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ সেই নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা মুর্শিদাবাদের এ, ডি, এমের এক আদেশ বলে বন্ধ হয়ে যায়। খবর সিলেকশন কমিটির সদস্য ও ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল সি ডি পি ওকে চিঠি দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীর ব্যাপারে সদস্য হিসাবে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ করেন। সভাপতি ঐ চিঠির কপি এ, ডি, এম কে পাঠিয়ে উক্ত কারণে পরীক্ষা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী এ, ডি, এম তাঁর মেমো নং ১২৬৯/৫ তাং ১০-৬-৯৫ অনুযায়ী ১১ জুন তারিখের পরীক্ষা স্থগিত রাখার আদেশ দেন। পরবর্ত্তী ১৯, ২০, ২৩ ও ২৭ জুনের পরীক্ষাগুলিও যথারীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। জানা যায় সি, ডি, পি, ও অফিস থেকে পরীক্ষার আগেই নাকি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এবং এই ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে আর্থিক লেনদেনও হয়েছে বলে রটে।

ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি নিয়ে যা চলছে

সাগরদীঘি ঃ জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদীঘি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি নিয়ে যা চলছে, তা রীতিমত নির্লজ্জ ঘটনা। মাত্র আঠারো টাকায় যেখানে ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি হয়ে যাবার কথা, সেখানে উক্ত অফিসের এল, ডি, ক্লার্ক রিয়াজুদ্দিন সেখ রেজিষ্ট্রেশন ফি বেড়েছে, সাব-রেজিষ্ট্রারকে সন্তুষ্ট করতে হবে ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে চারশো টাকা আদায় করছেন। প্রার্থীরা সঠিক খরচ না জানায় বাড়তি টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। রিয়াজুদ্দিন স্থানীয় ছেলে এবং বিশেষ ক্ষমতাসীন দলের সদস্য হওয়ায় অফিসে কোনদিন বেলা বারোটার আগে আসেন না। প্রতিটি দলিল দেখে দেওয়ার জন্যও লেখকদের কাছ থেকে "উপরি" নেন সবার সামনেই।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা ব্লকের বিহার লাগোয়া গ্রামগুলি এখনও মধ্যযুগে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ফরাক্কা ব্লকের বিহার সংলগ্ন বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮/১০টি গ্রামের মানুষ এখনও মধ্যযুগে বাস করছেন। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীরা আজও বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাননি। যোগাযোগের রাস্তাও খুব উন্নত নয়। বিহার বাংলার সংযোগ ধরমঘাটে বাঁধ হলে পথের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু তা আজও হয়নি। হাস-পাতাল নেই, পানীয় জলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় নলকূপ নেই। কোন গ্রামীণ উন্নয়ন সূচীর ফল এরা আজও ভোগ করেননি। প্রাইমারী স্কুলের অভাব প্রচণ্ড। মাধ্যমিক স্কুলের কথা তো স্বপ্ন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ দৃষ্টিপাত ॥

কলিকাতা ও সল্টলেক পুরসভার নির্বাচন আগাইয়া আসিতেছে। আসন ভাগাভাগি লইয়া সব রাজনৈতিক দল তৎপর হইয়াছে। তবে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি কংগ্রেস দলে যে কাণ্ডকারখানা শুরু হইয়াছে, তাহার পরিণাম কী দাঁড়াইবে তাহা নির্বাচনের পূর্বেই অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন। বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে এই ব্যাপারে ক্ষোভ যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু তাহারা নিরস্ত হইতে জানে এবং হইয়াছেও। সল্টলেকে সিপিআই যে দাবী তুলিয়াছিল, তাহার নিরসন হইয়াছে।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যাহা চলিতেছে, তাহাতে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই। একদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের শিবির, অপরদিকে যুবকংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জির শিবির। উভয় পক্ষই প্রার্থী তালিকা যাহা করে, তাহাতে সমঝোতা হইতেছিল না। ফলতঃ কংগ্রেসের মধ্য হইতে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রার্থী বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। তিনি নাকি প্রার্থী-তালিকার চূড়ান্ত রূপ দিয়াছেন। তথাপি তাহা মমতাপন্থীদের মনঃপূত হয় নাই। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, একটি সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া প্রার্থী-বাছাইয়ের কাজ হইয়াছে। সুতরাং কোন পক্ষের ক্ষোভ থাকিলে প্রার্থী-বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান অর্থাৎ প্রণববাবুর তাহা দেখার। এধারে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস গোষ্ঠী নাকি লড়িবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

রাজ্যের যে ৭৫টি পুরসভার নির্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলাফলে কংগ্রেস কর্মীদের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। আর সেই উৎসাহ লইয়া কলিকাতা ও সল্টলেক পুরসভার নির্বাচনে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি লইবার আশা পোষণ যাঁহারা করিতেছিলেন, তাঁহারা আজ বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। বস্তুতঃ কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যে কলহ শুরু হইয়া আজ তীব্রতর রূপ লইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে এই রাজ্যের মানুষ এই দলের উপর ভরসা রাখিবেন কীভাবে? স্বার্থ, অহমিকা, দম্ভ ও মোহে পূর্ণ হইয়া যাঁহারা দলের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহাদের আর মানুষের দরবারে হাজির হইয়া নিজেরা জনসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ—এই অন্তঃসারশূন্য বুলি শোভা পায় না। সিপিএম-এর বিরুদ্ধে লড়াই, এই দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার সঙ্কল্প একটি 'খোয়াব' মাত্র। বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের যথেষ্ট অভাব। যুব কংগ্রেসনেত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ অনুগামীদের মধ্যেও কলহ শুরু হইয়াছে। এমত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস তাহার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে।

আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে সিপিএম দল নির্বাচন সংক্রান্ত নানা পরিকল্পনার ছক তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে যাহার মূল দায়িত্বে আছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু ও সুভাষ চক্রবর্তী। একটি সুচতুর, সুসংগঠিত ও জোটবদ্ধ দল সিপিএম। দলের মধ্যে অনেকের মধ্যে 'খেয়ে'খেয়ি' রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সার্বিকভাবে দলকে দুর্বল করে না। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত চিত্র দেখা যায়।

কলিকাতা ও সল্টলেক পুরসভার আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস দল যদি ভাল ফল করিতে না পারে, তবে তাহার জন্য নেতৃস্থানীয়েরা দায়ী রহিবেন। সামান্য আশা এই যে, প্রার্থী বদলের দাবী মমতা ব্যানার্জি ছাড়িয়াছেন এবং সল্টলেক পুরসভার নির্বাচনে তাঁহার অনুগামীরা সরিয়া দাঁড়াইবেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

(১)

জঙ্গিপুর সংবাদ ৩১ মে সংখ্যায় 'পুর নির্বাচন মোটামুটি শান্তিতেই' প্রসঙ্গে নুর ইসলাম টিপু, কনভেনর কং কমিটি এবং রোজী সুলতানা ১৩নং ওয়ার্ড বালিঘাটা এক প্রতিবাদ পত্র লিখে জানিয়েছেন ঐ ওয়ার্ডের গোলমাল ওয়াকফ ষ্টেটের কোন ব্যাপার নিয়ে হয়নি, হয়েছে সিপিএমের ১৪নং এর বিজয় মিছিল নিয়ে। এ ব্যাপারে তাঁরা ওসি, সি-আই এবং এসডিপিওকে লিখিত জানিয়েছেন।

(২)

গত ৭ জুন সংখ্যায় পুর নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ নেতৃত্বহীনতা শিরোনামের সংবাদের অংশ—'শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে.....অলিখিত চুক্তি হয়'। সংবাদের প্রতিবাদে এস ইউসির পক্ষে মীর্জা নাসিরুদ্দিন প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে জানিয়েছেন —এসইউসি, কোন অবস্থাতেই কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়নি, হাত মেলাবার প্রশ্নও ওঠে না।

পুর নির্বাচনে জনরায় কি বলছে

'জঙ্গিপুরে জনগণের আপেক্ষিক রায় 'ফ্রন্ট ঐক্য বিরোধী' শিরোনামে গত ৭ জুন সংখ্যায় জঙ্গিপুর সংবাদে গোপাল সাহার আলোচনায় অঙ্কের পরিসংখ্যান থাকলেও তা লজিকের ফ্যালাসি পর্য্যায়ের হয়ে গেছে। অর্থাৎ আপাতঃ দৃষ্টিতে সত্য মনে হলেও তা সত্য নয়। গল্পে গরুকে গাছে তোলা যায়, আলকাপের গানে মনকির ওস্তাদ তাল গাছে শোলের পোনা ধরিয়েছেন ছুঁচোমুখো মিনসেকে পালুই হাতে দিয়ে। তা বলে কি সত্যই গরু গাছে উঠে, না তালগাছের মাথায় শোলের পোনার আবির্ভাব সম্ভব হয়। অবশ্য গোপাল সাহার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি সরণী দিয়ে অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন জনরায় ফ্রন্ট ঐক্য বিরোধী। আপাতঃ দৃষ্টিতে তা সত্য বলে প্রমাণিতও হয়। কিন্তু যদি ঐ ভাবেই সরণীর বামফ্রন্টের স্থলে কংগ্রেস লেখা যায় তা হলে দেখা যাবে জনরায় কংগ্রেস বিরোধী। প্রকৃত তথ্যগত ত্রুটি হচ্ছে গোপাল সাহা ফ্রন্টের ভোটটুকু ছাড়া বাকী সবকেই ধরেছেন ফ্রন্ট বিরোধী। কিন্তু সঠিকভাবে চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যায় কংগ্রেস ও ফ্রন্ট ছাড়া অন্য যে দলগুলি বা নির্দল দাঁড়িয়েছেন তাঁরা ফ্রন্ট বিরোধীও আবার কংগ্রেস বিরোধীও। তাই সঠিক বিশ্লেষণ হলো কংগ্রেস ও ফ্রন্ট যেখানে সরাসরি প্রতিযোগিতা করেছেন তার ফল বিশ্লেষণ। তার সঙ্গে অবশ্য তিনজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নির্দল বা অন্যদল যদি যৎ সামান্য ভোট পেয়ে থাকেন সেই ওয়ার্ডে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রার্থীর পার্থক্যটুকুই বিচার্য্য। অপর ওয়ার্ডগুলির বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসী প্রার্থীর শতকরা হিসাবের গড় নিলেই বোঝা যাবে জনগণ কংগ্রেসের পক্ষে না ফ্রন্টের বিপক্ষে। অন্যান্য দল বা নির্দলীয় প্রার্থীর শতকরা গড় হিসেবের মানটুকু তখন তুলনা করা যেতে পারে। ওয়ার্ড অনুযায়ী সরাসরি লড়াই হয়েছে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টে ১, ৭, ১০, ১১। আর তিনজন থাকলেও ২নং এ নির্দলের ভোট ২% এবং ১২নং বিজেপি পেয়েছে ৫%। সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সেই ৬টি ওয়ার্ডে বাম সমর্থক ভোটের শতকরা গড় হিসাব কংগ্রেস ৪৩% এবং বাম ৫৬%। অন্যান্য ১৪টি ওয়ার্ডে যেখানে প্রার্থী সংখ্যা বেশী, সেই ওয়ার্ড-গুলির গড় ভোট সংখ্যা বামফ্রন্ট ৪৩.৭০%, কংগ্রেস ৩৪.৩৫% এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ভোটের পরিমাণ ২২%। এই চিত্র থেকে দেখা যায় যেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বী বেশী সেখানে কংগ্রেস ভোট ৮.৬৫% কমেছে এবং বামফ্রন্টের ভোট কমেছে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবার গরু চুরির হিড়িক লেগেছে

সাগরদীঘি : এই থানার মনিগ্রামের বীরেন ভট্টাচার্য্যের একজোড়া উন্নত মানের গরু চুরি হয়ে যায় কিছুদিন আগে। বীরেনবাবু খোঁজ করে জানতে পারেন ঐ গরু দুটি কুলগাছি গঙ্গাপ্রসাদ হয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়েছে। সম্প্রতি মনিগ্রাম সেখপাড়ার তৈয়ব ও জামাল সেখের বাড়ী থেকেও রাতে গরু চুরি হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ রঘুনাথগঞ্জের জনৈক ব্যক্তি গ্রামের সুরু সেখ ও সুজা সেখের সাহায্যে গরু চুরি করে পাচার করছে। শেষ পর্যন্ত পাড়ার লোকের তৎপরতায় পুলিশ সুজা সেখকে গ্রেপ্তার করেছে।

গৃহবধূর বিষপানে আত্মহত্যা

সাগরদীঘি : গত ১ জুন এই থানার বোথারা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ফুলবাড়ী গ্রামের গৃহবধূ নাসেরা বেগম (২৮) বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। খবরে প্রকাশ নাসেরা বেগম অতি নম্র এবং শান্ত মহিলা। শাশুড়ী এবং ননদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক বিষ খান। সাগরদীঘি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলেও ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মারা যান।

শহরের বুকে অস্বাভাবিক লো ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বিভাগ চুপচাপ

রঘুনাথগঞ্জ : বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় শহরের প্রায় অঞ্চলে সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে লো ভোল্টেজের খেলা শুরু হচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার সারাদিন ভোল্টেজের কোন কমতি নেই, কিন্তু সন্ধ্যে ৬/৬-৩০ মিঃ এর মধ্যে সমস্ত টিউব নিভে যাচ্ছে, ফ্যানের গতি কমে যাচ্ছে। আলোর অভাবে ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারছে না। বিদ্যুৎ বিভাগকে জানিয়েও কোন ফল হচ্ছে না। জনগণের মনে বিদ্যুৎ বিভাগ সম্বন্ধে তাই নানা প্রশ্ন জাগছে।

চির নূতনেরে দিল ডাক
২৫শে বৈশাখ

পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 334 (25) Msd. Date 1. 6. 95

নজরুলের স্মরণ সভা

জঙ্গিপুর : গত ১১ জ্যৈষ্ঠ পুরশহরের অন্তর্গত রামদেবপুর বাঁধ কদমতলা মোড়ে বিদ্রোহী নজরুল সংঘের পরিচালনায় কাজী নজরুলের জন্ম দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অজেজ আলী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এ্যাডভোকেট মীরজা নাসিরুদ্দিন। পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাবের পক্ষে মোঃ সফিকুল ইসলাম। নজরুলের কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করেন সিমুল সুলতানা, সেখ আজম আলী ও মহোবুল সেখ। সভাপতি সকলকে পুরস্কার বিতরণ করেন। নজরুলের 'মানুষ' কবিতাটির সুন্দর আবৃত্তি করেন তরিকুল ইসলাম।

তেলেভাজার দোকানে প্রকাশ্যে মদ বিক্রী হচ্ছে

জঙ্গিপুর : স্থানীয় মহাবীর তলায় প্রকাশ্য রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে তেলেভাজার পসরা সাজিয়ে মদ বিক্রী হচ্ছে। সন্ধ্যায় বাইরের লোকের সমাগমে ব্যবসা জমে উঠে। স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদে কোন কাজ হয়নি। গত ১৯ মে পুলিশ এ ব্যাপারে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সন্ধ্যার সময় ঐ সব এলাকায় পুলিশের নজরদারি জোরালো করতে দাবী জানায়।

পাম্প হাউস থেকে মোটর চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ মে ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অস্থায়ী কলোনীর পাম্প হাউস থেকে ৭০ হাজার টাকা দামের ৪টি মোটর চুরি যায়। পরে ফরাক্কা সি আই এস এফ ক্রাইম ও ফরাক্কা থানা যৌথ উদ্যোগে ফরাক্কা ব্লকের ইমামনগর থেকে দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের সূত্র মত এক আখের জমি থেকে অক্ষত অবস্থায় পাম্প মোটর ৪টি উদ্ধার হয়। আসামীদের কোর্টে চালান দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তি

লক্ষ্মীকান্ত দাস পিতা ৺উদয়চন্দ্র দাস সাং বাহাদুরপুর রায়পাড়া থানা সুতী মহকুমা জঙ্গীপুর জেলা মুর্শিদাবাদ। আমি যথা ১। মুক্তিলাল রায় ২। নৃপেন্দ্রনাথ রায় পিতা হরেন্দ্রনাথ রায় সাং বাহাদুরপুর থানা সুতী মহকুমা জঙ্গীপুর জেলা মুর্শিদাবাদ 19 July 1972 তারিখে নিমতিতা S. R. অফিসে Book No. IV/149 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে রেশন দোকান সংক্রান্ত কার্যের জন্য মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে উক্ত মোক্তার বলে রেশন দোকানের যাবতীয় কার্যাদি করিয়া আসিতেছিলেন। আমি ইং 29. 5. 95 তারিখে নিমতিতা S. R. অফিসে Book No. IV/9 নং আমমোক্তার রহিত করণ দলিল দ্বারা উক্ত দলিলখানা রহিত করণ করিয়াছি। অতএব উক্ত নামীয় ব্যক্তিদ্বয় ১। মুক্তিলাল রায় ২। নৃপেন্দ্রনাথ রায় যাহাতে রেশন দোকানের কার্যাদি না করেন বা উক্ত কার্যাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকেন।

লক্ষ্মীকান্ত দাস, বাহাদুরপুর রায়পাড়া।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে যারা প্রাইভেট পড়তে চান, তারা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সৈয়দ রিটু

(শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি-এসসি (অনার্স)

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা

জায়গা বিক্রয়

উমরপুর N. H 34 বহরমপুরগামী রাস্তার ডান পার্শ্বে গরুর হাট সংলগ্ন ১০ কাঠা জায়গা বিক্রয় করা হইবে। যোগাযোগের স্থান :

গৌতম ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতাল মোড়, ফোন—৬৬২৮১

অচেনা অতিথিকে আশ্রয় দিয়ে বিপাকে

সাগরদীঘি ঃ সম্প্রতি এই থানার বোথারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহালনগরের লতিফ সেখ ও আতাউল সেখ দুই ভাই অচেনা অতিথিকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়েন। খবর অচেনা এক দম্পতি দু'ভায়ের ঘরে আশ্রয় নেন রাতটুকু কাটাবার জন্য। তাঁরা বলেন তাঁদের হারানো ছেলেকে খুঁজতে এসে রাত হওয়ায় আর ফিরতে পারছেন না। রাতটুকু তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। দু'ভাই তাঁদের দয়াবশতঃ আশ্রয় দেন। এরপর অচেনা স্ত্রীলোকটি রান্নাঘরে ঢুকে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প গুজব করতে থাকেন। স্ত্রীলোকটি রাতের খাবারও পরিবেশন করেন। তাঁর পরিবেশিত ভাত ডাল খেয়ে গৃহস্বামী দু'ভাই অজ্ঞান হয়ে পড়েন বাড়ীর মেয়েদের চিৎকারে আশপাশ বাড়ী থেকে লোকজন ছুটে আসেন। অতিথি দু'জন ভিড়ের মধ্যে পালিয়ে যান। দু'ভাইকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা যায় ওই দু'ভাই সেদিন মিঞাপুরে চাল বিক্রি করে বেশ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে আসেন। সেই খবর জানতে পেরে নাকি ঐ অতিথি দম্পতি ঐভাবে আশ্রয় নিয়ে খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে বাড়ীর লোকজনকে অজ্ঞান করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে বলে সন্দেহ।

জনরায় কি বলছে (২য় পৃষ্ঠার পর)

১২·৩০%। এর থেকে প্রমাণিত হয় কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ৮·৬৫% যে ভোট কমেছে তারা সরাসরি ক্ষেত্রে বাম আর কংগ্রেসের ক্ষেত্রে বিকল্প না থাকায় কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছেন। আর বামফ্রন্টের কম ভোটের শতকরা ১২·৩০% ভোট সম্পূর্ণ কংগ্রেস বিরোধী, কিন্তু মার্কসবাদী হলেও বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে সরাসরি ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে দেবে না বলেই। সেই অনুযায়ী ৮·৬৫% কে বলা যায় কট্টর ফ্রন্ট বিরোধী, আর ১২·৩০% কে বলা যায় কট্টর কংগ্রেস বিরোধী। এই ১২·৩০% কে বলা যেতে পারে মার্কসবাদী সমর্থক কিন্তু বামফ্রন্ট সমর্থক নয়। এদের ভোট পড়েছে সুযোগ পেলেই এসইউসির পক্ষে। আর ৮·৩০% ভোট সুযোগ পেলেই কংগ্রেস বিরোধী কিন্তু মার্কসবাদী নয় এমন বাকসে। ধরে নেওয়া যেতে পারে বিজেপির বাকসে। তারই প্রমাণ দেয় ১৬নং ওয়ার্ডে বিজেপির দ্বিতীয় স্থানে ৩৫% ভোট লাভ করাকে এবং ১৯নং এ এসইউসির ৪৩% ভোট লাভ করা থেকে। অতএব জঙ্গিপুর পুরসভার ক্ষেত্রে ভোটের ফল অনুযায়ী কংগ্রেসের প্রকৃত সমর্থক ৩৪·৩৫% এবং বামফ্রন্ট সমর্থক ৪৩·৭০%, বিজেপির ও এসইউসির সমর্থক ২২%। তার মধ্যে কট্টর কংগ্রেস বিরোধী ১২·৩০% এসইউসি লাভ করেছে, বিজেপি লাভ করেছে ৮·৬৫%। সে থেকে এটাই প্রমাণিত হয় সরাসরি লড়াই হলে বামফ্রন্টই ভোটের ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ পেতো, কংগ্রেস পেতো ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ। তাই কোন ভাবেই এ সমাধানে আসা সম্ভব নয় যে জনরায় বামফ্রন্ট ঐক্য বিরোধী।

—সমীর রায়

ধুলিয়ানে কোন দলই (১ম পৃষ্ঠার পর)

আর এসপিকে ইচ্ছা না থাকলেও সিপিএম জোটকে সমর্থন করতে হবে। এ সম্ভাবনাকে সম্মুখে রেখে ধুলিয়ান বোর্ড যে বামের দ্বারা গঠিত হবে এবং সিপিএমের নেতৃত্বে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত বা জোট সম্ভব নয়। আবার কংগ্রেস একাই ১০টি আসন লাভ করবে এ আশাও দুরাশা। এই প্রতিবেদক বিভিন্ন দলের প্রধান প্রধান রথীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে ছবিটুকু পেয়েছেন তা হলো—২, ৪, ৯, ১৫, ১৭নং কংগ্রেস, সিপিএম, এবং ১জন নির্দল, ৫নং এ বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, ৬নং কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিএম সমর্থিত নির্দলের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। ১২নং এ ১জন ফঃ ব্লক সমর্থিত নির্দলসহ ৩ জনের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে কংগ্রেসের। অন্য ১২টিতে বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। তাই মূলতঃ এই ওয়ার্ডগুলিতে সিপিএম জোটের সঙ্গে এক রকম সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কংগ্রেসের। ২নং ওয়ার্ডের প্রার্থী সিপিএমের আফতার বিগত নির্বাচনে মুসলীম লিগের প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হন। তাঁর সঙ্গে লড়াই এ কংগ্রেসের এন্তাজ আলীর জয়লাভের সম্ভাবনা এবার বেশী। আর একটি বিতর্কিত ওয়ার্ড ৬নং। এখানে সিপিএম কোন নিজস্ব প্রার্থী না দিয়ে নির্দল প্রকাশ সিংকে সমর্থন করছে। এই প্রকাশ সিং ছিলেন বিগত নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী। এখানে আর একজন বিতর্কিত প্রার্থী সিপিএম দলত্যাগী সত্যদেব গুপ্ত বিজেপির টিকিটে। বোঝা যায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার প্রয়োজনে সিপিএম এই ওয়ার্ডে প্রকাশ সিংকে সমর্থন করছে। এর ফলে এখানে কংগ্রেসের অপরেশ মিত্রের সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন পুর প্রধান তরুণ সেন এবার আরএসপির চিহ্নে লড়াই করছেন ৭নং ওয়ার্ডে। তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন ফঃ ব্লক, বিজেপি ও কংগ্রেস। বারবার দলত্যাগী ও অবশেষে অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে অপসারিত তরুণ সেন এবার এখানে বিপাকে। এখানে যা মনে হচ্ছে তাতে কংগ্রেসই এগিয়ে রয়েছে। আর একটি আসন ১০নং যেখানে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আরএসপির তরুণ দাস। লড়াই হবে কং এবং সিপিএমের সঙ্গে আরএসপি, বিজেপি এখানে খুব একটা জোরদার নয়। ১৭নং এ কংগ্রেস কোন প্রার্থী দেয়নি। এখানে লড়াই দ্বিমুখী ফঃ ব্লকের সঙ্গে আরএসপির। এটি মহিলা আসন। এখানে এখনও সঠিক অবস্থা ফুটে ওঠেনি। ১নং এর আরএসপি প্রার্থী সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যা হেলেনুর বিবি। তাই স্বভাবতঃই এখানে সম্মানের লড়াই লড়বে সর্বশক্তি দিয়ে সিপিএম। কং এর সঙ্গে এখানে ত্রিমুখী লড়াই হবে। ফলে কংগ্রেসেরই সুবিধা বেশী। ৮নং ওয়ার্ড আর একটি মহিলা আসন। এখানে সিপিএমের প্রার্থী বিধায়ক তোয়াব আলীর স্ত্রী হোসনারা বানু। বিজেপির একমাত্র মুসলীম প্রার্থী তানজিরা বিবি, কংগ্রেসের বেলি বিবি এবং আরএসপির নিরুপমা দাস। নিরুপমা এই ওয়ার্ডের একমাত্র হিন্দু প্রার্থী। বিজেপি তানজিরা বিবিকে কেন প্রার্থী করেছেন সে প্রসঙ্গে সত্য গুপ্ত ও শরৎ গুপ্ত উভয়েই বলেন বিজেপি যে সাম্প্রদায়িক দল নয় সেটা প্রমাণ করতেই তাঁরা এই ওয়ার্ডে তানজিরাকে প্রার্থী করেছেন। কিন্তু স্থানীয় মুসলীম জনগণ বিজেপির এই আচরণকে মনে করছেন ধাপ্পাবাজি এবং সস্তায় কিস্তি মাতের চেষ্টা। এখানে সিপিএম এর পাল্লাই ভারী বলে মনে হয়েছে। এই চিত্র অনুধাবন করে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে আরএসপি ৩, কংগ্রেস এবং সিপিএম (ফঃ বঃ সহ) ৭টি করে এবং বিজেপি বড় জোর ২টি আসন পেতে পারে। নির্দলের মধ্যে ১২নং এ ফঃ ব্লক সমর্থিত সফর আলির জনপ্রিয়তা রীতিমত প্রবল থাকায় তাঁর জয় সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ করেন না। এখানে তাঁকে নিয়ে তিনজনই নির্দল এবং একমাত্র দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কংগ্রেসের কামালউদ্দিন।

রেজেস্ট্রী নিয়ে যা চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য রিয়াজুদ্দিন সেখকে ইতিপূর্বে তাঁর বদ্ অভ্যাসের জন্য সাগরদীঘি থেকে বদলী করা হয়েছিল। কিন্তু ইউনিয়নের দাপটে আবার এখানে এসে অবৈধভাবে টাকা উপার্জন শুরু করেছেন। অফিসের সবাই সব জানেন। সাগরদীঘির জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁর এই কুকর্মের তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আই, জি, অফ রেজিষ্ট্রেশন (পঃ বঃ), ডি, আর (মুর্শিদাবাদ) ও এস, পি, ডি, ই, বি (মুর্শিদাবাদ) কে অভিযোগ জানালেও ফল কিছু পাওয়া যায়নি।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।